প্রথম আলো

তারিখ 11 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৩১

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

টিউশন ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের অবরোধ, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথে টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা গতকাল রোববার তিন ঘণ্টা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ের এক পাশ বন্ধ করে বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনেও ভাঙচুর করেন।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গতকাল সকাল ১০টার দিকে বনানীর ক্যাম্পাসে এসে টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে ছাত্ররা ক্লাস বন্ধ করে পূর্বনির্ধারিত শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য জড়ো হতে থাকেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফি বাড়ানোর আদেশ প্রত্যাহার করেনি। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে তাঁরা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ে এসে বিক্ষোভ করতে থাকেন। বেলা দুইটার দিকে পুলিশ শিক্ষার্থীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ঢুকিয়ে দেয়। পরে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কার্যালয়সহ শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। একপর্যায়ে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনেও ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে পুলিশ লাঠিপেটা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিকেল পাঁচটার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

গুলশান অঞ্চলের পুলিশের সহকারী কমিশনার হারুন অর রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর চালালে পুলিশ বাধা দেয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

এক শিক্ষার্থী জানান, শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় অংশ নিলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসে ফি বাড়ানোর আদেশ প্রত্যাহারের আশ্বাস দেয়নি। একপর্যায়ে কর্তৃপক্ষ জেনারেটর চালু করলে কালো ধোঁয়ায় তাঁরা রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হন। এ সুযোগে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিলে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় থেকে রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

শিক্ষার্থীরা জানান, গত ফেব্রুয়ারি মাসে টিউশন ফি বাড়ানোর উদ্যোগ নিলে অভিভাবকদের মুখে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল যে পুরানো ছাত্রদের বাড়তি বেতন দিতে হবে না। তাঁরা অভিযোগ করেন, এমনিতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ বেতনে পড়তে হয়। তার ওপর কর্তৃপক্ষ নতুন করে টিউশন ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিপদে পড়েছেন।

শিক্ষার্থীরা আরও জানান, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ক্রেডিট ঘণ্টার জন্য গড়ে চার হাজার টাকা করে দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অংক বাড়িয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করেছে। তিন মাসের একটি সেমিস্টারে গড়ে ১২টি করে ক্রেডিট ঘণ্টা থাকে। এতে ৪৫ হাজার টাকার একটি সেমিস্টার শেষ করতে ৬০ হাজার টাকার বেশি লাগবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য: নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের উপপরিচালক এম ইকবাল হোসেনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বহিরাগতদের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উপাচার্যের কার্যালয়সহ শিক্ষকদের ঘেরাও করে রাখে। টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে ৭ দশমিক ২৩ শতাংশ। এটাও উপাচার্য বিবেচনায় নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। র‍্যাব ও গুলশান বিভাগের পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এতে পুলিশের তিনজন কর্মকর্তা আহত হন। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ বিকেল পাঁচটায় শেষ হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।